শিশুর ইসলাম পরিচয়

মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান

প্রচ্ছদ প্রকাশন

কোন পৃষ্ঠায় কী আছে

আল্লাহ আমাদের রব.....০৭
মুহাম্মাদ সা. আমাদের নবি.....০৮
ইসলাম আমাদের দ্বীন.....০৯
ইসলামের রুকন পাঁচটি.....১০
১. ঈমান.....১১
২. নামাজ.....১২
৩. রোজা.....১৩
৪. যাকাত.....১৪
৫. হজ.....১৫
আল কুরআন.....১৬
আল হাদিস.....১৭
মহানবির সাহাবি.....১৮
চার খলিফা.....১৯
আমরা হব ভালো মানুষ.....২০
আমরা একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ব.....২১
আদব ও সুন্দর আচরণ.....২২
আমাদের পবিত্র তিন স্থান.....২৩
আমাদের দিবসগুলো.....২৪
ঈদুল ফিতর.....২৫
ঈদুল আযহা.....২৬
জুমাবার.....২৭
রমজান মাস.....২৮
লায়লাতুল কদর.....২৯
রবিউল আউয়াল.....৩০
অনুশীনী.....৩১

৭

আল্লাহ আমাদের রব

আল্লাহ আমাদের রব।

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি।

আল্লাহর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

আমরা আল্লাহর ইবাদত করি।

আল্লাহর কাছে আমরা সাহায্য চাই।

আল্লাহর কথা আমরা মেনে চলি।

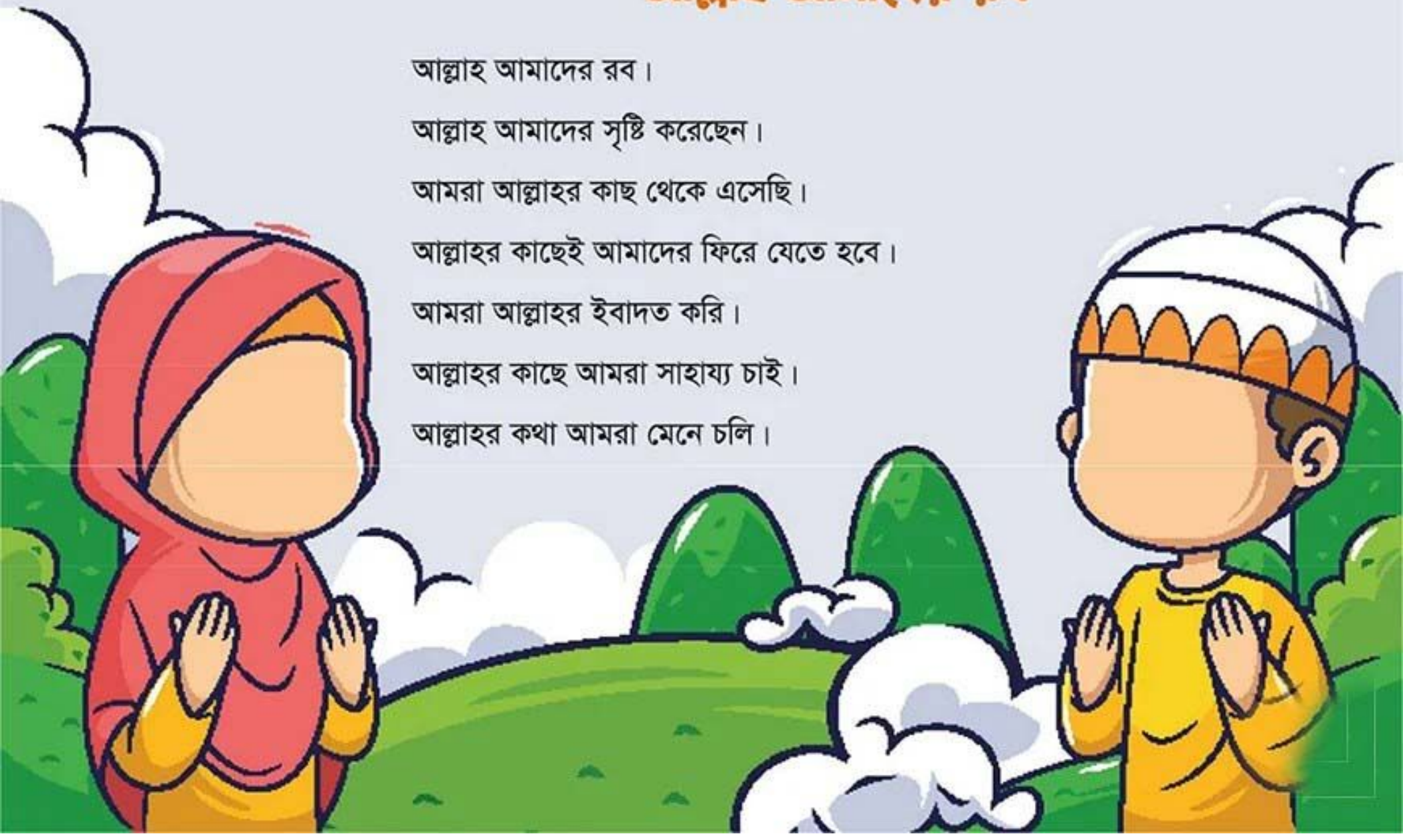

মুহাম্মাদ সা. আমাদের নবি

মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর নবি।

মুহাম্মাদ সা. সর্বশেষ নবি।

মুহাম্মাদ সা.-এর পরে আর কোনো নবি আসবেন না।

মুহাম্মাদ সা. ৫৭০ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

মুহাম্মাদ সা. মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন।

মানুষকে ভালো হতে বলেছেন।

মুহাম্মাদ সা. আমাদের নবি।

মুহাম্মাদ সা. শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন। আদর করতেন।

আমরা আমাদের প্রিয়নবিকে ভালোবাসি।

আমরা আমাদের প্রিয়নবির নামে দরুদ পড়ি।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

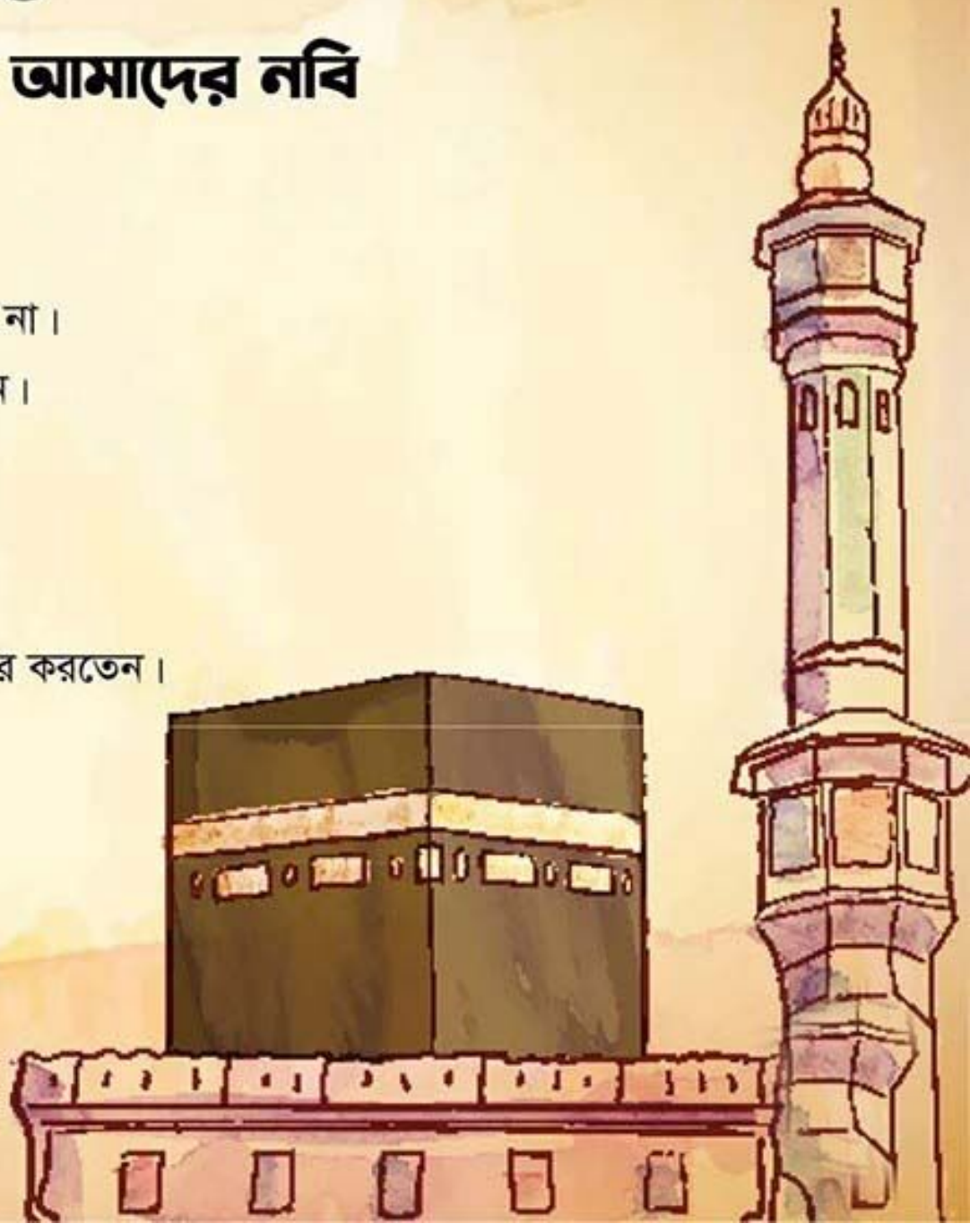

ইসলামের রুকন পাঁচটি

একটি ঘর বানাতে অনেকগুলো খুঁটি লাগে।

পাকা ঘর হলে পিলার দিতে হয়।

খুঁটি বা পিলারকে আরবিতে বলা হয় রুকন।

ইসলামের রুকন ৫টি।

ঈমান, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ।

শিশুদের প্রিয়নবি

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

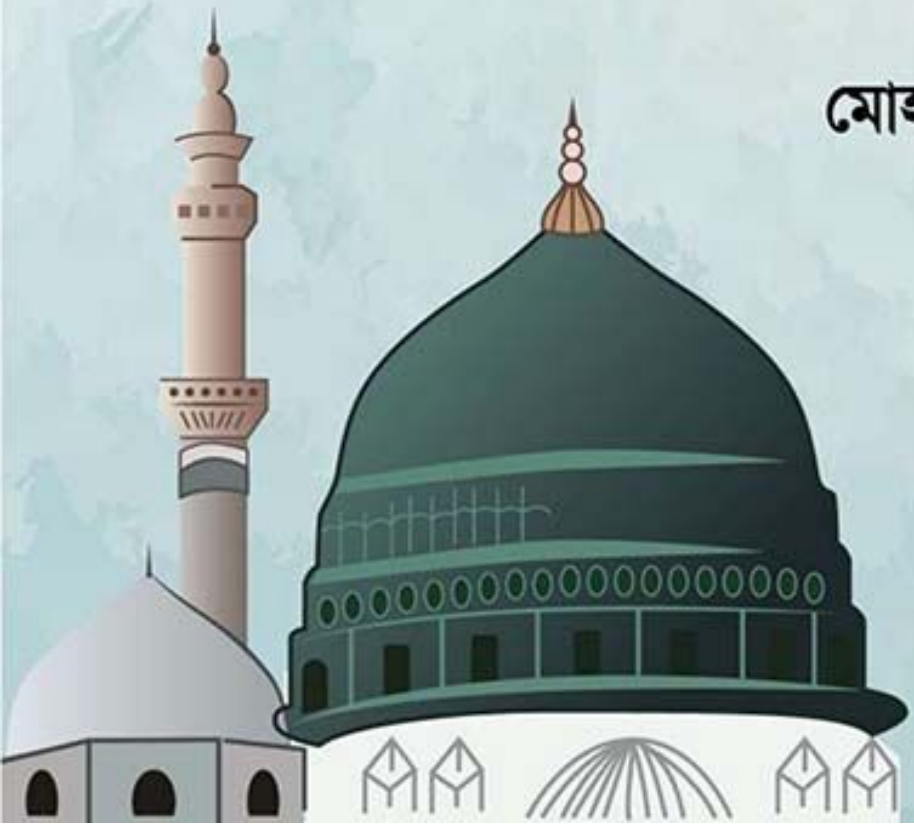

প্রচ্ছদ
প্রকাশন

কোন পৃষ্ঠায় কী আছে

মহানবির পরিচয় ০৭
মহানবির বংশধারা ০৮
মহানবির জন্ম ০৯
নবি সা.-এর দুধ পান ১০
শিশু মুহাম্মাদ যেভাবে বেড়ে ওঠেন ১১
রাখাল বালক মুহাম্মাদ সা. ১২
আল-আমিন ১৩
ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ সা. ১৪
মুহাম্মাদ সা.-এর বিয়ে ১৫
নবি সা.-এর সন্তানগণ ১৬
নবি সা.-এর নাতি-নাতনিগণ ১৭
নবুওয়তের দায়িত্ব পেলেন মুহাম্মাদ সা. ১৮
আল্লাহর দিকে ডাকা ১৯
প্রথম মুসলিম যারা ২০
প্রকাশ্য দাওয়াত ২১
নবি সা.-এর হিজরত ২২
মদিনার ইসলামি সমাজ ২৩
মহানবির যুদ্ধসমূহ ২৪
মহানবির বিদায় হজ ২৫
মহানবির ওফাত ২৬
মহানবির হায়াত ২৭
প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সা. ২৮
অনুশীলনী ২৯

৭

মহানবির পরিচয়

মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল ও নবি।

তিনি সর্বশেষ রাসূল। তিনি শেষ নবি।

তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না।

তিনি সকল নবিদের নেতা।

আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সা.-কে পাঠিয়েছেন পৃথিবীর সকলের জন্য রহমত হিসেবে।

তাই তিনি পুরো বিশ্বের নবি। বিশ্বনবি।

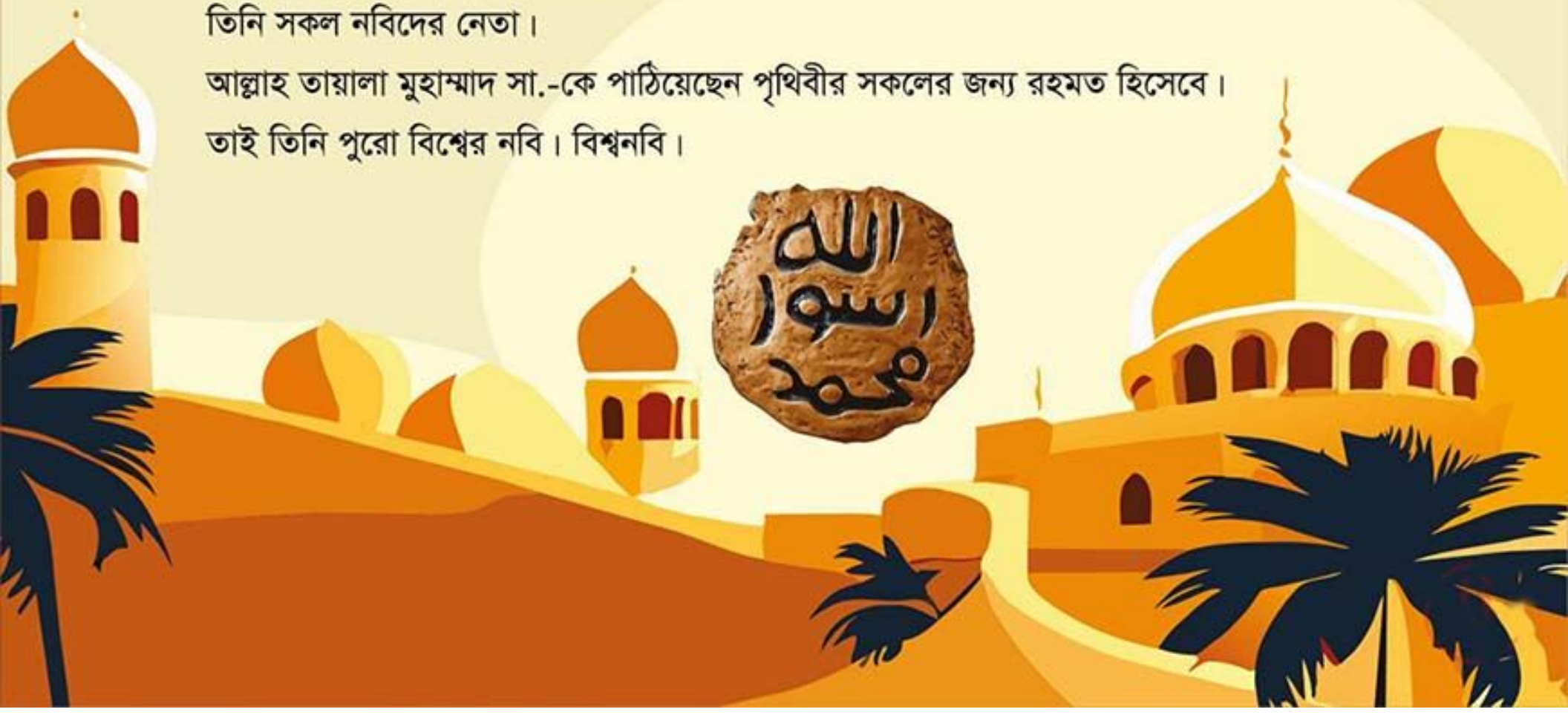

মহানবির বংশধারা

আল্লাহ তায়ালার অতি প্রিয় নবিদের একজন হলেন ইবরাহিম আ.।

ইবরাহিম আ.-এর দুই পুত্র–ইসমাইল ও ইসহাক আ.।

ইসমাইল আ. বসবাস করতেন মক্কা নগরীতে। তাঁরই বংশধরদের একজনের নাম কুরাইশ।

কুরাইশের নামে তার বংশের নাম হয় কুরাইশ বংশ।

আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সা. কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

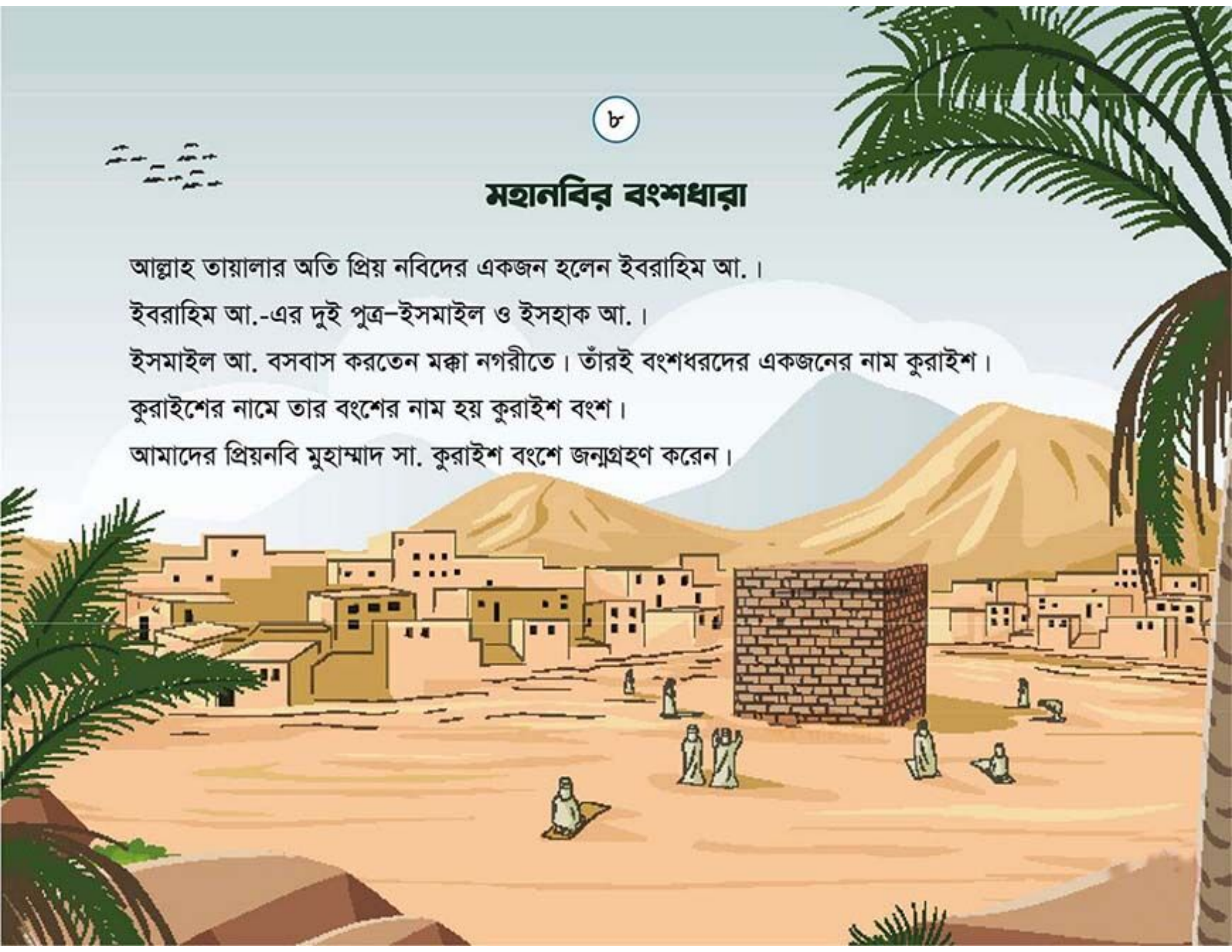

মহানবির জন্ম

আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সা. ৫৭০ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

সেদিন ছিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ; সোমবার।

মুহাম্মাদ সা.-এর পিতার নাম আবদুল্লাহ।

মাতার নাম আমিনা।

নবিজির দাদার নাম আবদুল মুত্তালিব।

১০

নবি সা.-এর দুধ পান

দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাতি মুহাম্মাদ সা.-এর দুধ পানের জন্য একজন দুধমা ঠিক করেন। দুধমায়ের নাম হালিমাতুস সাদিয়া। হালিমাতুস সাদিয়া ছিলেন বনি সাদ গোত্রের। মুহাম্মাদ সা. শৈশবে হালিমার ঘরে লালিতপালিত হন।

হালিমাতুস সাদিয়া শিশু মুহাম্মাদের মধ্যে অনেক কল্যাণ ও বরকত দেখতে পান।

শিশুর নামাজ

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

প্রচ্ছদ
প্রকাশন

কোন পৃষ্ঠায় কী আছে

নামাজ ০৭
নামাজের আহকাম বা বাইরের ফরজ ০৮
নামাজের আরকান বা ভেতরের ফরজ ০৯
১. নিয়ত ও তাকবিরে তাহরিমা ১০
২. সোজা হয়ে দাঁড়ানো ১১
৩. সূরা ফাতিহা ও কিরাত ১২
সূরা ফাতিহা ১৩
৪.রুকু.....১৪
৫. রুকু থেকে দাঁড়াও ১৫
৬. সিজদা ১৬
৭. দুই সিজদার মাঝখানে বসা ১৭
৮. সিজদা ১৮
৯. বৈঠক ১৯
তাশাহুদ ২০
দরুদ ২১
দুআ মাছুরা ২২
১০. সালাম ফিরাও ২৩
নামাজের রাকাত ২৪
কোন নামাজ কত রাকাত ২৫
রাকাত নিয়ে আরও কিছু জানি ২৬
সূরা আসর.....২৮
সূরা কাউসার ২৯
সূরা ইখলাস ৩০
সূরা ফালাক ৩১
সূরা নাস ৩২
অনুশীলনী ৩৩

শিশুর দুআ শিক্ষা

মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান

প্রচ্ছদ প্রকাশন

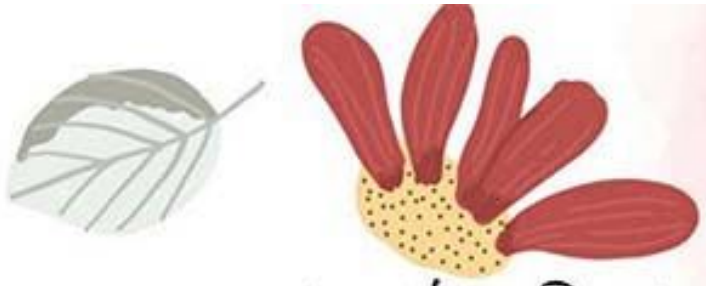

কোন পৃষ্ঠায় কী আছে

কালিমা তাইয়িবা ০৯
কালিমা শাহাদাত ১০
সব কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ ১১
রাসূল সা.-এর নাম নিলে দরুদ পড়বে ১২
পড়ালেখার শুরুতে বলবে ১৩
কারও সাথে দেখা হলে সালাম দেবে ১৪
সালামের জবাবে বলবে ১৫
কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় বলবে ১৬
খুশির কোনো কিছু হলে বলো ১৭
কোনো বিপদে পড়লে বলবে ১৮
ভয় পেলে পড়বে ১৯
কোনো খারাপ কাজ হতে দেখলে বলবে ২০
খারাপ কিছু করতে ইচ্ছে হলে বলবে ২১
ভুল কিছু হয়ে গেলে বলো ২২
হাঁচি দিলে ২৩
বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলবে ২৪
ওপরে উঠার সময় বলবে ২৫
নিচে নামার সময় বলবে ২৬
যানবাহনে উঠলে বলবে ২৭
সুন্দর ও ভালো কিছু দেখলে বলবে ২৮
কেউ তোমার উপকার করলে শুকরিয়া জানাও ২৯
কেউ তোমার কারণে কষ্ট পেলে বলো ৩০
আগামীতে কিছু করার ইচ্ছা করলে বলবে ৩১
খাওয়ার আগে বলো ৩২
খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে ৩৩
খাওয়ার শেষে পড়ো ৩৪
টয়লেটে ঢোকার আগে বলবে..............................৩৫
টয়লেট থেকে বের হয়ে বলবে ৩৬
অজু করার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে ৩৭
অজুর শেষে পড়বে ৩৮
মসজিদে ঢোকার সময় বলবে ৩৯
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে................৪০
ঘুমানোর সময় বলবে ৪১
ঘুম থেকে উঠে বলবে ৪২
নিজের সুন্দর জীবনের জন্য দুআ করো ৪৩
আব্বু-আম্মুর জন্য দুআ করো ৪৪
কেউ মারা গেলে বলবে ৪৫
কবর জিয়ারতের দুআ ৪৬
অনুশীলনী ৪৭

সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি

দৈনন্দিন মাসনুন দুআ শিক্ষার সবচেয়ে উপযুক্ত বয়স শৈশব। কারণ, শৈশবে যা শেখা হয়, তা হৃদয়ের গভীরে গেঁথে যায়। শিশু যখন আধো আধো বোলে কথা শেখে, তখনই তাকে ধীরে ধীরে মাসনুন দুআগুলো শিক্ষা দিতে হবে।

শিশুদের দুআ শিক্ষার পদ্ধতি হলো–প্রথমে বাবা-মা যেন প্রতিদিন দুআগুলো সরবে বলতে থাকে। তাহলে আপনাদের অনুসরণে আপনার শিশুও বলা শুরু করবে। যেমন–শিশুকে খাওয়ানোর আগে আপনি সরবে বলুন 'বিসমিল্লাহ'। তাহলে প্রতিদিন শুনতে শুনতে সে বুঝে যাবে–খাওয়ার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়।

আপনার শিশুর মানস গঠনে মাসনুন দুআর অনুশীলন দারুণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তার হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসার বীজ বপিত হবে। সময়ের ব্যবধানে সেই বীজ সবুজ-শ্যামল ছায়াদার ফলদার সুন্দর বৃক্ষের জন্ম দেবে। আর আপনারা সে গাছের ছায়ায়, সে গাছের ফুলের সুবাসে এবং সে গাছের ফলের স্বাদে পরিতৃপ্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

শিশুর মনে ঈমান

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

প্রচ্ছদ
প্রকাশন

কোন পৃষ্ঠায় কী আছে

ঈমানের পরিচয় ০৭
কালিমা তাইয়িবা ০৮
কালিমা শাহাদাত ০৯
ঈমানে মুফাসসাল ১০
আল্লাহ মহান ১১
ফেরেশতাগণ ১২
আসমানি কিতাবসমূহ ১৩
চারটি বড়ো আসমানি কিতাব ১৪
আল-কুরআনের পরিচয় ১৫
আল্লাহর রাসূলগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ ১৬
আখিরাতের প্রতিদান ১৭
আখিরাতের ধাপসমূহ ১৮
তাকদিরের ভালো-মন্দ ১৯
মৃত্যুর পর নতুন জীবন লাভ ২০
অনুশীলনী ২১

৯

কালিমা তাইয়িবা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল।"

কালিমা তাইয়িবা অর্থ পবিত্র বাক্য।

কালিমা তাইয়িবাতে আমাদের ঈমানের মূলকথা বলা হয়েছে।

আমরা কালিমা তাইয়িবা মুখস্থ করব।

কালিমা তাইয়িবার শিক্ষা সবসময় মেনে চলব।

১০

কালিমা শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

(আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু
ওআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহ)

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।
তিনি এক; তাঁর কোনো শরিক নেই।
আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

কালিমা শাহাদাতে ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

মুসলিম হতে হলে কালিমা শাহাদাত বিশ্বাস করতে হবে এবং ঘোষণা দিতে হবে।

আমরা কালিমা শাহাদাত বিশ্বাস করি।

আমরা কালিমা শাহাদাতের ঘোষণা দিই।

আমরা মুসলিম।

শিশুর রমাদান

মূল : আল ফানার এডুকেশন

রূপান্তর : মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন

প্রচ্ছদ
প্রকাশন

কোন পৃষ্ঠায় কী আছে

হিজরি সাল ০৯
নতুন চাঁদ দেখার দুআ ১০
রমজান মাসের কিছু বৈশিষ্ট্য ১১
রমজানের রোজা ১২
রোজার হুকুম ১৩
রোজার মর্যাদা ১৪
রোজার ফরজ ১৬
যেসব কাজ করলে রোজা ভেঙে যাবে ১৭
রোজার সুন্নাতসমূহ ১৮
আমরা যেভাবে রোজা রাখব ২০
ইফতারের দুআ ২১
ইফতারের আনন্দ ২২
যারা রোজা না রাখতে পারবে ২৩
কীভাবে আমরা রমজানকে কাজে লাগাব ২৪
লায়লাতুল কদর ২৬
লায়লাতুল কদরে কী করব ২৮
লায়লাতুল কদরের দুআ ২৯
অনুশীলনমালা ৩০

সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি

রমজান অনেক ফজিলতপূর্ণ মাস। অনেক বরকতময় মাস। এ মাসের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য অপরিসীম। দুনিয়ার কোনো সম্পদের সঙ্গে আল্লাহর এ অনুগ্রহের তুলনা চলে না। এটি রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস। এই মাস তাই সবার কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের কাছেও ধীরে ধীরে এই মাসের গুরুত্ব ও মহিমা তুলে ধরতে হবে। তাদের কচি হৃদয়ে এই মাসের সম্মান ও মর্যাদা গেঁথে দিতে হবে। শৈশব থেকেই ধীরে ধীরে তাদের রোজা রাখায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। কেননা, ছোটোবেলায় কোনো কাজে বা আমলে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে বড়ো হয়ে তা করাটা সহজ হয়।

শিশুর রমাদান ছোটোদের রমজান-যাপনের জন্য একটি সহজ-সুন্দর বই। পুরো রমজান কীভাবে যাপন করবে, তা অল্প কথায় ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি, বইটি ছোটোদের রমজান-যাপনে সহায়ক হবে। তাদের সুন্দর আগামী বিনির্মাণে সাহায্য করবে।

মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেভাবে তোমাদের আগের লোকদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

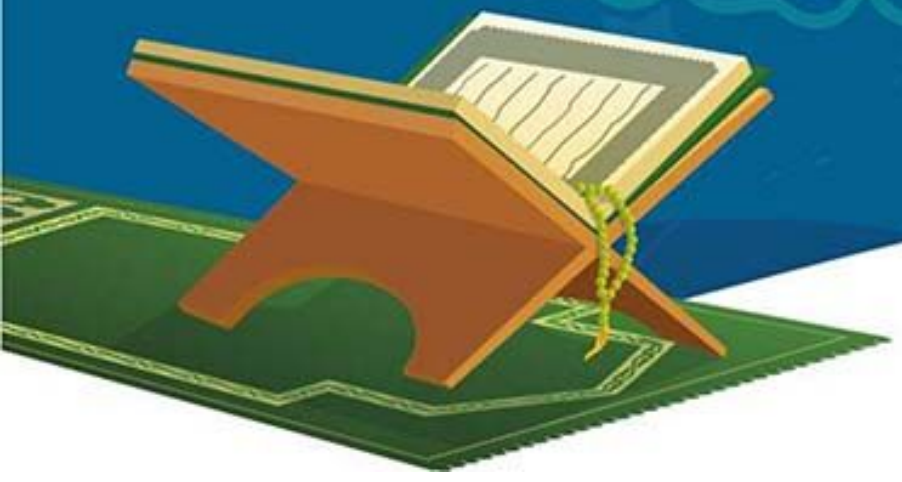

৯

হিজরি সাল

১. মুহাররম	২. সফর	৩. রবিউল আউয়াল
৪. রবিউস সানি	৫. জমাদিউল আউয়াল	৬. জমাদিউস সানি
৭. রজব	৮. শাবান	৯. রমজান
১০. শাওয়াল	১১. জিলকদ	১২. জিলহজ

- হিজরি সালে ১২ মাস। হিজরি সাল শুরু হয় মুহাররম মাস দিয়ে। শেষ হয় জিলহজ মাস দিয়ে।
- হিজরি মাসগুলোর মধ্যে রমজান হলো নবম মাস। রমজান মাস আসে শাবান মাসের পরে।
- হিজরি সালের প্রতিটি মাস শুরু হয় সন্ধ্যায়। মাসের শেষ দিন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে নতুন চাঁদ ওঠে।
- নতুন চাঁদ দেখা গেলে নতুন মাসটি শুরু হয়। এক মাস পর আবার নতুন চাঁদ দেখা গেলে চলতি মাসটি শেষ হয়।

১০

নতুন চাঁদ দেখার দুআ

পশ্চিম আকাশে আমরা যখন নতুন চাঁদ দেখব, তখন এই দুআটি পড়ব–

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ، هِلَالُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ.

“হে আল্লাহ, তুমি ওই চাঁদকে আমাদের ওপর উদিত করো।
নতুন চাঁদের সাথে আমাদের দাও নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলাম।
হে চাঁদ, আমার ও তোমার রব আল্লাহ।
এই চাঁদের সাথে আসুক হিদায়াত ও কল্যাণ।”